এবং পৃথিবী

রমানাথ ভট্টাচার্য

বিশ্বজ্ঞান
৯/৩ টেমার লেন ঃ কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৩ জানুয়ারী ১৯৮২/৯ মাঘ ১৩৮৮
প্রকাশক ঃ দেবকুমার বসু। ৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯
মুদ্রক ঃ হরিপদ পাত্র। সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলি-৬
প্রচ্ছদ ঃ চারু খান
গ্রন্থস্বত্ব ঃ রমানাথ ভট্টাচার্য

EBANG PRITHIBI a collection of Poems by
Ramanath Bhattacharya

মূল্য ঃ ছয় টাকা

স্বর্গত পিতা রমণীমোহন ভট্টাচার্য স্মরণে

জননী শ্রীযুক্তা কিরণপ্রভা ভট্টাচার্য শ্রীচরণেষু

কবিতাগুলোর নির্বাচন করেছি আমি ও অসমীয়া সাহিত্যের প্রধান কবি অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত নীলমণি ফুকন। দেশ-বিদেশের কবিতার রাজ্যে তাঁর অনায়াস বিচরণ বিশ্বকবিতার উপর তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান আমাকে বারবার অভিভূত করেছে। সুতরাং 'এবং পৃথিবী'র কবিতাগুলো প্রকাশে তাঁর অনুমোদন পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুব উৎসাহিত হয়েছি। তাঁরই নির্দেশে 'গৌহাটী ১৯৮০' কবিতাটি বড় করেছি, আর কবিতাটির নামকরণ করেছেন তিনি-ই।

কবিতাগুলো নির্বাচন করতে আমাকে দুদিন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ফুকনের সঙ্গে বসতে হয়েছে। তাঁর সহৃদয় অনুজপ্রীতি আমাকে অভিভূত করেছে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই।

রমানাথ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

বায়বীয় নীল	৯
দুইদিন	১০
পাখি ও তারার কবিতা	১১
তুমি	১২
এগিয়ে যাচ্ছি	১৩
নীল আড়ালে	১৪
মহাকাল চলছেন	১৫
মৃত্যুঞ্জয় দিন নয়, মৃত্যুভরা জীবন	১৬
অবেলার ডাক	১৭
স্বাভাবিক	১৮
কেবল আকাশ স্থির ভাঙনহীন	১৯
আত্মীয়তা	২০
যাত্রা	২১
আহম্মক	২২
জাগরণ	২৩
নদীও থামিয়ে দিলো গান	২৪
উঠে আসবে কান্নাহীন দিন	২৫
হা করে আছে এক নির্জন	২৬
হে আকাশ বাতাস মাটি…	২৭

সূচীপত্র

পুতুলেরা খেলা করে	... ২৮
উঠে এসো জাগরণ	... ২৯
আপনাকে দিই একটি নবমীর রাত	... ৩০
আমাদের আত্মা ফুটে উঠলে আমাদের মুক্তি	... ৩১
সময়ের অঙ্গুলি সংকেতে	... ৩২
হাছন রাজা আপনি ঠিকই বুঝেছিলেন	... ৩৪
হয়ে ওঠে আরেক নির্মিতি	... ৩৫
মাতৃভাষা	... ৩৬
মাপ করো মাগো	... ৩৭
কে এক-ই নির্দেশ দিয়েছে	... ৩৮
তুমি গাছ	... ৩৯
আমি এখন এক দ্বীপ	... ৪০
চরাচর আমার ভাই আমার জ্ঞাতি	... ৪১
জীবন	... ৪৩
ভাল্ লাগে না একদম ভাল্ লাগে না	... ৪৪
বড় অবেলা	... ৪৫
শব্দ	... ৪৬
দেখুন, স্বপ্নের এই দেশ দেখুন	... ৪৭
গৌহাটী ১৯৮০	... ৪৮

বায়বীয় নীল

কী আমার কাজ
সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া কাগজের নাও
জলে কী আঁচড় লাগে
হয় কারুকাজ
দৃশ্যের ভিতরে
ধুলো মাটি কাদা—বায়বীয় নীল।

২৫. ১. ১৯৭৭

দুই দিন

একদিন পথে মেঘ
কালো বাড়ির ভিতর
একদিন রোদ
শিশিরের মতো ঝরে সুখ

একদিন অন্ধকার
একদিন রোদ।

১. ১২. ১৯৭৭

পাখি ও তারার কবিতা

গাছে একটা পাখি
আরম্ভ হলো একটা কবিতা
ক্রমে দুইটা চারটা ছয়টা
একঝাঁক পাখি
ফুটে ওঠলো একটা কবিতা।

আকাশে বিশটা তারা
আরম্ভ হলো একটা কবিতা
ক্রমে একশো দুশো
হাজার লক্ষ একশো কোটি তারা
ফুটে ওঠলো মহাকবিতা।

ঘরে ধরে রাখে পাখির কবিতা
তারার কবিতা কুড়িয়ে নেয় আকাশে।

২৯. ১. ৭৮

তুমি

তুমি আমার কাঁটা
ঘায়ে ঘায়ে রক্ত ঝরাও
আমার ফুল
গন্ধে গন্ধে কলসী আমার ভরিয়ে দাও
দুপুর তুমি
দহন দিয়ে ঘর পুড়ে নাও
আমার জল
জ্যোৎস্না ঢেলে শীতল করো বাড়ি
আঁধার তুমি
অন্ধ করে ভাঙো আমার উরু
আলোক তুমি
তারার থেকে নেমে আসা দেবদূতী

তুমি আমার গরম পানি হিমবাহ
হাতের কাছে সোনালি ঢেউ বুকের কাছে দুঃখমালা
সবুজ দিন রুপালি রাত
নীলান্ধকার আগুনে পোড়া নদী।

৩০. ৪. ৭৮

এগিয়ে যাচ্ছি

কৃষ্ণচূড়া এগিয়ে যাচ্ছি তোমাকে পিছনে ফেলে
সামনে দাঁড়ানো গোলাপবাড়ি
গোলাপবাড়ি এগিয়ে যাচ্ছি তোমাকে পিছনে ফেলে
সামনে দাঁড়ানো সবুজ নদী
সবুজ নদী এগিয়ে যাচ্ছি তোমাকে পিছনে ফেলে
সামনে দাঁড়ানো তরুণ ভোর
তরুণ ভোর এগিয়ে যাচ্ছি তোমাকে পিছনে ফেলে
সামনে দাঁড়ানো সুনীল দিন
সুনীল দিন হাত ধরে নাও।

২৬. ৫. ৭৮

নীল আড়ালে

আমার নাও কোনখানে যায়
পেরিয়ে ভুবন তারার বাড়ি
সূর্যমুখী ফুলের ঘাটে
লাগবে আমার নাও

আমার নাও কোনখানে যায়
মেঘলা দিনের নীল আড়ালে।

৮. ৯. ৭৮

মহাকাল চলছেন

মহাকাল চলছেন
তাকে স্মৃতি দিয়ে বেঁধে নিতে চাইছেন সাধারণ মানুষ
শিল্পী চাইছেন কারুকাজ দিয়ে
গায়ক চাইছেন সঙ্গীত দিয়ে
কবি চাইছেন কবিতা দিয়ে
রাজা চাইছেন রাজ্য দিয়ে
কেউ তাকে নাগাল পাচ্ছেন না
ধরতে পারছেন না অস্থির তার চরণ
তাই রাজার চোখে জল
কবির চোখে জল
জল সাধারণ মানুষের চোখে।

মহাকাল চলছেন
পাহাড়
ঝর্ণা নদী
সমুদ্র
প্রান্তর
ঐশ্বর্য দিয়ে বেঁধে নিতে চাইছে তাকে
বসন্ত চাইছে সুন্দর দিয়ে
শরৎ চাইছে আলো দিয়ে
কোটি সূর্য কোটি চাঁদ
লক্ষ কোটি গ্রহতারা চাইছে অফুরান রূপ দিয়ে
আলোর ঝালর দিয়ে
কেউ তাকে নাগাল পাচ্ছেন না
ধরতে পারছে না অস্থির তার চরণ
তাই মাটির চোখে জল
সূর্যের চোখে জল
জল তারার চোখে

মহাকাল চলছেন……

২১. ২. ৭৯

মৃত্যুঞ্জয় দিন নয়, মৃত্যুভরা জীবন

মানুষ চায় মৃত্যুহীন জীবন
মৃত্যুহীন জীবন চায় ঘাসপোকা থেকে সিংহ বাঘ
এই ঘাস বেঁচে থাকতে চায়, বেঁচে থাকতে চায় এই গাছ
নদী চায় চিরকাল বয়ে চলতে তার জল
পাহাড় চায় আকাশের গায় ধরে রাখতে তার মাথা
সমুদ্র চায় ধরে রাখতে তার ঢেউ
সূর্য তারা চায় আকাশের গায় ভাস্বর হয়ে জ্বলতে।

মানুষ প্রাণী চরাচর জড়িয়ে আছে
মৃত্যুঞ্জয় দিন নয়, মৃত্যুভরা জীবন
এই ঘাস এই গাছ শুকিয়ে দেয় এক গ্রীষ্ম
এই নদী শুকিয়ে দেয় এক খরা
এই পাহাড় ভেঙে দেয় এক ঝড়
এই সমুদ্র উঠিয়ে দেয় এক ভূমিকম্প
এই সূর্য তারা নিবিয়ে দেয় এক কালো দিন।

৭. ৩. ৭৯

অবেলার ডাক

দুপুরবেলা
ছায়া ছায়া বাড়ি বিকালবেলার রোদ
ঘাসগুলো কাঁদে গাছগুলো কাঁদে
ফুলের চোখেও জল।

অবেলার ডাক
কোটি হাত তুলে পৃথিবী কাঁদে
আকাশভরা তারার চোখেও জল।

অবেলার ডাক
চরাচরে ছোটে ঊর্মিল শোক
কান্না অপার সুখ।

২৫. ৩. ৭৯

স্বাভাবিক

কাঁচের গ্লাস ভেঙে গেলে কান্না
জানালার পর্দা ফেটে গেলে কান্না
লাউয়ের ডাঁটা ছিঁড়ে গেলে কান্না
যেন
ভেঙে যাওয়া কাঁচ
ফেটে যাওয়া পর্দা
ছিঁড়ে যাওয়া লাউয়ের ডাঁটার কপাল
তোমার না

দেখছো না চোখের সামনেই
মাটিতে শুয়ে পড়লো অশ্বত্থগাছ
হাওয়া হয়ে গেল বৃটিশ রাজ
সদিয়া শহর

কান্না থেকে উঠে এসো
কেটে যাওয়া ছিঁড়ে যাওয়া
হাওয়া হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

৭. ৪. ৭৯

কেবল আকাশ স্থির ভাঙণহীন

এই ঘাস তারও চেহারা বদলে যায়
এই পাখি তারও গাছ থেকে গাছে উড়ে যাওয়া
কেবল বাসাবদল
এই ধুলোমাটি তারও স্থিরতা নেই
স্থানান্তরিত রোজ
এই যে মানুষ গ্রহ থেকে গ্রহে তার পাড়ি
পাহাড় সমুদ্র নদী তাও ভেঙে যায়
তারাবাড়ি তারও ভেঙে যায় মুখ
ভেঙে যায় গা

কেবল আকাশ স্থির ভাঙণহীন
তার গায় উড়ন্ত পৃথিবী—চরাচর।

৭. ৫. ৭৯

আত্মীয়তা

নদী, নদীর রুপালি—নুয়ে-পড়া, মাদুরের মতো
বিছিয়ে-পড়া এন্তার সবুজে
আমার জন্ম জন্মান্তরের আত্মীয়
ছড়িয়ে-পড়া জ্যোৎস্না, চাঁদোয়ার মতো ঝুলে-থাকা
এন্তার নীলিমা, আমার জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়।
হাজার বছর লক্ষ বছর
আমার আত্মা হাজার লক্ষ আত্মা হ'য়ে
ঘুরছে বসছে উড়ছে ঘুমুচ্ছে
নদীর রুপালি স্রোতে
নুয়ে-পড়া এন্তার সবুজে
ঢলঢল জ্যোৎস্নায়
ঝুলে-থাকা নীলে।
হাজার বছর লক্ষ বছর
রক্তস্রোতে নদী
এন্তার সবুজ
জ্যোৎস্না
নীল।

২৯. ৫. ৭৯

যাত্রা

আমরা চলছি
দ্বীপ থেকে দ্বীপে আমাদের যাত্রা
রাতের দ্বীপ থেকে অরণ্যের দ্বীপে
অরণ্যের দ্বীপ থেকে হিরন্ময় দ্বীপে
হিরন্ময় থেকে আরো আরো হিরন্বয় দ্বীপের দিকে
আমাদের যাত্রা
এক স্বপ্ন আমাদের চালিত করছে।

এক স্বপ্ন আমাদের চালিত করছে
প্রতিটি দ্বীপের পাহাড়ে পাহাড়ে আমাদের পায়ের চিহ্ন
জয়পরাজয়ের দাগ, অনুরণিত হচ্ছে সুখ দুঃখের গান
পাহাড়ে পাহাড়ে গান গাইছে আলো অন্ধকার।
এক স্বপ্ন আমাদের চালিত করছে দ্বীপ থেকে দ্বীপে
হিরন্ময় থেকে আরো আরো হিরন্ময় দ্বীপের দিকে।

৫. ৬. ৭৯

আহ্ম্মক

স্কাইস্ক্রেপার থাকলে মানুষ
রিভলভিং চেয়ারে বসে অফিস চালালে মানুষ
মঞ্চে উঠে দারুণ লেকচার দিলে মানুষ।

সত্যের কারবারী হলে আহ্ম্মক
শিল্পের কারবারী হলে আহ্ম্মক।
কাব্যের কারবারী হলে আহ্ম্মক।

১৫. ৬. ৭৯

জাগরণ

ঘাস গাছ ফুল মানুষ
কেউ এখানে ছিলো না
সবাই এক অন্ধকারে ঘুমিয়ে ছিলো
পাহাড় অরণ্য সমুদ্র নদী ঝর্ণা প্রান্তর
কেউ এখানে ছিলো না
সবাই এক অন্ধকারে ঘুমিয়ে ছিলো
সূর্য চাঁদ তারা
কেউ এখানে ছিলো না
সবাই এক অন্ধকারে ঘুমিয়ে ছিলো।

একদিন আগুন জল বাতাস আকাশের দেবতা
লুকনো ঘাস গাছ ফুল আর মানুষের জীবনে
এনে দিলো প্রভাত
লুকনো পাহাড় অরণ্য সমুদ্র প্রান্তর ঝর্ণার জীবনে
এনে দিলো প্রভাত
প্রভাত এনে দিলো
লুকনো সূর্য চাঁদ তারার জীবনে।

অন্ধকার থেকে উঠে এল জীবন
চরাচরে ছড়িয়ে পড়লো জাগরণ
জাগলো ঘাস গাছ ফুল ও মানুষ
জাগলো অরণ্য পাহাড় নদী সমুদ্র প্রান্তর
জাগলো সূর্য চাঁদ তারার দল
এলো জীবন ফুটলো চরাচর।

২১. ৬. ৭৯

নদীও থামিয়ে দিলো গান

এই নাও সকাল বেলায় ভ্রাম্যমান ছিলো
দুপুর বেলায় ভ্রাম্যমান ছিলো
তারপর এই নাও এলো বিকাল বেলায়

এই নাও সকাল বেলায় রোদ নিয়েছিলো
দুপুর বেলার রোদ নিয়েছিলো
বিকেল বেলায় এসে ভেঙে গেলো নায়ের গলুই

ডুবে গেলো চাঁদ ডুবে গেল রোদ
নদীও থামিয়ে দিলো গান।

৩১. ৭. ৭৯

উঠে আসবে কান্নাহীন দিন

এখানে
ওখানে
সবখানে কান্নার শব্দ
বিশাল কান্নার শব্দে
ফেটে যাচ্ছে কাঠ, চৌচিড় মাঠ
ভেঙে যাচ্ছে বজ্র, পাথুরে পাহাড়
থেমে যাচ্ছে নদী ও সাগর
ভেঙে যাচ্ছে সূর্য চাঁদ তারার দল
কেবল দালানগুলো স্থির
প্রাসাদগুলো স্থির
দালানগুলোর চোখে ঘুম—প্রগাঢ় ঘুম
জলহীন প্রাসাদদের চোখ।
কঠিন প্রাসাদ, নির্দয় দালান
ক'দিন ঘুমিয়ে থাকবে শান্তির গায়
ক'দিন থাকবে আর শান্তির পাড়ায়
শীঘ্র খুব শীঘ্র
কান্না থেকে উঠে আসবে লক্ষ জাগুয়ার
জাগুয়ার-দল উঠে আসবে বারান্দায়
তাদের নখের আঁচড় থেকে রক্ত থেকে
উঠে আসবে কান্নাহীন দিন
কুঁড়ে ঘর থেকে স্ক্রেপার হবে ছায়ায় ঘুমুবে।

১. ৯. ৭৯

হা ক'রে আছে এক নির্জন

হা ক'রে আছে এক নির্জন
এক মুহূর্ত পর তার বুকে ঢুকে যাবো
ঢুকে যাবে রাঙা ভালোবাসা
কামনার গাছ, হাজার রঙের জীবন।
কালো দিন রাঙা সময়
অট্টালিকা ভরা শহর
পাখির ডাক, নদীর গান, ফুলের সুন্দর
সবের-ই জন্য হা ক'রে আছে এক নির্জন।
মরুদের ক্ষুধা, মেঘেদের ডাক
অরণ্যের শ্যাম, উর্মিল সাগর
রোদ জ্যোৎস্না তারার আকাশ
সব ভেসে চলেছে এক—এক-ই জায়গায়

হা ক'রে আছে এক নির্জন

২৮. ১০. ৭৯

হে আকাশ বাতাস মাটি…

হে আকাশ বাতাস মাটি
প্রণাম নাও
দীর্ঘ দিন প্রিয় বস্তুর মতো আমাকে ধ'রে রেখেছো
পালন করেছো মাতৃস্নেহে পিতৃস্নেহে ভ্রাতৃস্নেহে

হে জল জলাধিপতি
প্রণাম নাও
দীর্ঘদিন তোমার চরণপদ্ম আমার মাতৃভূমি ছিলো
হে রৌদ্র রোদের দেবতা আমার প্রণাম নাও
দীর্ঘদিন তোমার করকমল আমার প্রিয়ভূমি ছিলো

হে আকাশ বাতাস মাটি
হে জল জলাধিপতি রোদের দেবতা প্রণাম নাও
তোমাদের স্নেহ ভালোবাসার সমুদ্র পার ছেড়ে
আরেক সমুদ্র পারে আমার পাড়ি
হে আকাশ বাতাস মাটি
জল জলাধিপতি রোদের দেবতা প্রণাম নাও।

২৭. ১১. ৭৯

পুতুলেরা খেলা করে

পুতুলেরা খেলা করছে
ঘর করছে বাড়ি করছে
মনোরম বাজার ক'রে বাড়ি ফিরছে
কিনে আনছে তাজা লাউ ফুলকপি নানান তরকারী
চিংড়ি পাবদে রুই-র মুড়ো
সোফা সেটে অজস্র মূর্তি দিয়ে
বাঁকুড়ার ঘোড়া আর সহস্র বস্তুতে
পরিপাটি করছে ঘরবাড়ি।

পুতুলেরা দৃশ্য দেখছে
সূর্যাস্তের রঙ দেখে মাতোয়ারা
নদীর নৃত্য দেখে মাতোয়ারা
ঊর্মিল সাগর দেখে নেচে ওঠে
ভোরের রোদ্দুর দেখে রাতের জ্যোৎস্না দেখে পাগলা হয়
আকাশের নীল দেখে গান গায়।

পুতুলেরা খেলা খেলে দৃশ্য দেখে
ফেটে পড়ে ভেঙে পড়ে পড়ে যায়
নতুন পুতুল আসে
ঘর বাড়ি বাজার করে
নৃত্য করে খেলা করে দৃশ্য দেখে
ফেটে পড়ে ভেঙে পড়ে পড়ে যায়!

৪. ১২. ৭৯

উঠে এসো জাগরণ

আমরা মৃত
আগুন লেগে ঘর পুড়ে গেলেও আমাদের চোখে
ঘুমের শিশির
ঝঞ্ঝার ঘায় ঘর পড়ে গেলেও
আমরা পাশবালিশ জড়িয়ে থাকি
আগুন বলো ঝঞ্ঝা বলো আমাদের কাছে বৃষ্টিপাত

আমরা মৃত
ঘাতকের ছেলের পায় আমরা প্রণাম জানাই
মাতৃঘাতকের মেয়ের সাথে আমরা পরিণয় আবদ্ধ হই
যারা অস্থি মজ্জা হৃৎপিন্ড ছিঁড়ে খায়
তাদের তাদের-ই আমরা ডাকি ভাই

আমরা কি মৃতই থাকবো
জাগরণ শুয়ে থাকবে শুয়ে থাকবে রোজ
মৃত্যুর রাজত্ব থেকে ঘুমের রাজত্ব থেকে হবে না উত্থান
উঠো উঠে এসো জাগরণ
আরম্ভ হোক জীবন।

১. ৭. ৮০

আপনাকে দিই একটি নবমীর রাত

মিসেস ভট্টাচার্জী আপনি যেভাবে তাকান
উনিশের সেই শিউলি রায়ের চোখ তুলে
যেভাবে ভিজে ভিজে স্বরে কথা বলেন
টুপটাপ বৃষ্টির রাতে যেন ভেসে আসা গান
যেভাবে অঙ্গভঙ্গি করে দাঁড়ান মডেল রূপসীর মতো
তারপর আপনি-ই বলুন
আপনাকে আপনি বলা আমার মানায়
বরং তুমিই ডাকি
আর—একটু এগোন যদি এবার পুজোয়
দুজনে কলকাতা যাই একত্রে থাকি
আর যেভাবে একজন জিপসী পুরুষ
সন্ত জেমস্ উৎসবের রাত ঢেলেছিলো একজন নারীর গায়
ঠিক তেমনি আপনাকে দিই
একটি নবমীর রাত।

৫. ৭. ৮০

আমাদের আত্মা ফুটে উঠলে আমাদের মুক্তি

আমাদের আত্মা ফুটেনি শৈলচূড়োয় আরোহণ করেনি
উর্ধলোকের সূর্যের আলোকলাভ করেনি
কুয়োয় কুয়োর গভীরেই পড়ে আছে আমাদের আত্মা
অন্ধকারে গহন অন্ধকারেই আবদ্ধ আমাদের আত্মা
অথচ আমরা কিনা স্বপ্ন দেখি আমাদের মুক্তির
স্বপ্ন দেখি মানুষের মুক্তির

আসুন আমাদের অস্ফুট আত্মাকে আমরা দেখি
অবলোকন করি
তার গায় জলবিন্দু লাগেনি জল দিই
উদার হাওয়া লাগেনি হাওয়া দিই
ভালোবাসার গন্ধ লাগেনি তার গন্ধ দিই
আসুন রূপ রস গন্ধ স্পর্শে ফুটিয়ে তুলি আমাদের আত্মা
ফুল ফলে ভরপুর আমাদের আত্মা সম্পূর্ণ একটি বৃক্ষ হোক।

আমাদের আত্মা ফুটে উঠলে চারদিকে উদার আবহাওয়া
প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাত ধরে দাঁড়াবার মুহূর্ত
আমাদের মিলন আমাদের মুক্তির মুহূর্ত
উর্ধলোকে শৈলচূড়োয় আমাদের আরোহণ
আমাদের আত্মা ফুটে উঠলে
আমাদের মুক্তি, পৃথিবী এক ঘর।

১০. ৭. ৮০

সময়ের অঙ্গুলি সংকেতে

ঘাসের জন্ম হলে গুল্মের জন্ম হলে
গাছের জন্ম হলে
অরণ্যের শ্যাম সবুজ ছড়িয়ে পড়লে
আমরা গান গাই
আমাদের হৃদয় ফুটে ওঠে—গান গেয়ে ওঠে এক প্রজাপতি

মানুষের জন্ম হলে মৃগের জন্ম হলে
পাখির জন্ম হলে
হাজার ফুলে পৃথিবী ভরে গেলে
নদীর জন্ম হলে সমুদ্রের জন্ম হলে
নদী নদী থাকলে, সমুদ্র সমুদ্র থাকলে
গ্রহের জন্ম হলে আলোর জন্ম হলে
আমরা গান গাই
আমাদের হৃদয় ফুটে ওঠে—গান গেয়ে ওঠে এক প্রজাপতি

ঘাস মরে গেলে গুল্ম মরে গেলে গাছ পড়ে গেলে
অরণ্যের শ্যাম সবুজ ফুরিয়ে গেলে আমরা কেঁদে উঠি
একটি মানুষ শেষ হয়ে গেলে
একটি পাখি একটি মৃগ মরে গেলে আমরা কেঁদে উঠি
পৃথিবী বসন্তহীন শরৎহীন হয়ে
রাজস্থানের থর হলে
আলোহীন রৌদ্রহীন জ্যোৎস্নাহীন হলে আমরা কেঁদে উঠি
আমাদের হৃদয়ে রিলকে লিখেন শোকের কবিতা।

এই ঘাস কে জন্মায় কে সাজায় ধনে ধান্যে মাটি
কে আনে বসন্ত শরৎ
আকাশ ভরে দেয় হাসনুহানায়
পৃথিবী ভরে দেয় জ্যোৎস্না রোদে
সে তো কেউ নয় সময়, সময়।
কে হরে মানুষ ঘাস গাছ পাখি মৃগ গ্রাস করে শ্যাম
কে নদী শুকিয়ে দিয়ে সমুদ্র শুকিয়ে দিয়ে
গবি থর বানিয়ে দেয় মাটি
শরৎ বসন্তহীন আলো জ্যোৎস্নাহীন করে পৃথিবী
কে আনে আঁধার ? সে তো সময়, সময়।

পৃথিবীর ঋতুরঙ্গ দেখে আমরা শোকে ডুবে যাই আনন্দে ডুবি
অর্থহীন আমাদের শোক আমাদের আনন্দ
সময়ের অঙ্গুলি সংকেতে পাখির গান ঘাস গাছের জন্ম
ধনে ধান্যে সোনায় হীরায় ভরে ওঠে মাঠ
মানুষ মৃগ শরৎ বসন্ত জ্যোৎস্না রোদের জন্ম
সময়ের অঙ্গুলি সংকেতে আলোর ফুলে ভরে ওঠে অন্তরীক্ষ
পাখির গান থামে থামে ঘাস গাছ মৃগ মানুষের স্বর
শূন্য মাঠ পৃথিবীতে শীত নামে সময়ের অঙ্গুলি সংকেতে
শরৎ বসন্ত মরে মরে জ্যোৎস্না রোদ
অন্ধকার নামে সময়ের অঙ্গুলি সংকেতে।

১৫. ৭. ৮০

হাছন রাজা আপনি ঠিক-ই বুঝেছিলেন

হাছন রাজা আপনি ঠিক-ই বুঝেছিলেন
অন্ধকার মোড়া এই দেশ
রোদভরা আকাশ পৃথিবী, জ্যোৎস্না নক্ষত্রভরা রাতও
ভেলকির আসর
রাতে, দিনের বেলায়ও তাই
হারিকেন জ্বালিয়ে চলতেন ।

হাছন রাজা আপনি ঠিক-ই বুঝেছিলেন
অন্ধকার মোড়া এই দেশ
তাই তো আপনি বলতেন :
আকাশে আলোর চুড়োয় যেতে
হাতে রেখো হারিকেন ।

২৯. ৭. ১৯৮০

হয়ে ওঠে আরেক নির্মিতি

ঘাস ঘাস রেখে যায়
গাছ গাছ রেখে যায়
এক অরণ্য রেখে যায় আরেক অরণ্য
এক সমুদ্র সরে গেলে আরেক সমুদ্র
এক প্রান্তর সরে গেলে আরেক প্রান্তর

মানুষ মানুষ রেখে যায়
পাখি পাখি রেখে যায়
এক প্রাণী রেখে যায় আরেক প্রাণী
এক পৃথিবী হাওয়া হয়ে গেলে আরেক পৃথিবী
এক নক্ষত্র হাওয়া গেলে আরেক নক্ষত্র ।

কেউ অন্ধকারে যায় না
ঘাস গাছ অরণ্য সমুদ্র হাওয়া হয়ে গেলেও
অন্ধকারে যায় না
মানুষ পাখি প্রাণী কেউ অন্ধকারে যায় না
পৃথিবী নক্ষত্র তারা হাওয়া হয়ে গেলেও
অন্ধকারে যায় না—হয়ে ওঠে আরেক নির্মিতি ।

৭. ৮. ১৯৮০

মাতৃভাষা

প্রিয় মাতৃভাষা, অস্তিত্বের ভিতরে তুমি মা
তোমার কণ্ঠস্বর ছন্দ গান কবিতা
অমৃতে ভিজিয়ে দেয়
অবগাহন জ্যোৎস্নার নদীতে
স্বর্গ, অপরূপ স্বর্গ অস্তিত্বের হাতে।

১৫. ৯. ১৯৮০

মাপ করো মা-গো

বহুদিন মা তোমাকে চিঠি দিইনি
আঙুলে ছিলো না জোর কলমের কালি মা-গো শুকিয়ে গেছলো
পৃথিবীর দুঃখে আমি বড় বেশি দুঃখিত ছিলাম
দুঃখের ভিতরে ঢুকে বন্ধ হয়েছিল শ্বাস
রোদ বৃষ্টির নিশ্বাস বাতাসের শ্বাস
এতোদিন পাইনি একটুও
দুঃখের ভিতরে ঢুকে সরে গেল পথ
ডুবে গেলো নদী
দেখলাম দুঃখ বড় সীমাহীন ভীষণ বিস্তার
সমুদ্র সদৃশ তার সীমা
দুঃখের ভিতরে ঢুকে আমি কি ছিলাম বেঁচে
দুঃখ বড় দুঃখ হয়েছিলাম
পৃথিবীর দুঃখে ডুবে চিঠি দিইনি
মাপ করো মা-গো।

মা তোমাকে বলি
আমার মুক্তি নেই একটু উদ্ধার নেই
ডুবে গেছি দুঃখ থেকে উত্থিত হবো না আমি
হাজার রকম দুঃখ (কেউ কালো কেউ নীল রক্তাভ অনেক
আগুনী রঙের কেউ কারো হাত ছুঁয়েছে আকাশ
আকণ্ঠ নিমগ্ন কেউ সমুদ্র নদীতে)
হাজার হাঙর হয়ে আমাকে করেছে গ্রাস
দুঃখের ভিতরে ঢুকে দুঃখ বড় দুঃখ হয়ে গেছি
চিঠি দিইনি মাপ করো মা-গো।

২৩. ৯. ১৯৮০

কে এক-ই নির্দেশ দিয়েছে

ঘাস গাছ অরণ্য পাখি
মানুষ মৃগ ঝর্ণা নদী পাহাড় সমুদ্রকে জিগ্যেস করলাম
কে তোমরা এখানে কেন
নীরব থাকলো উত্তর দিলো না।

আকাশ বাতাস পৃথিবী
সূর্য চাঁদ গ্রহ তারা ছায়াপথকে জিগ্যেস করলাম
কে তোমরা এখানে কেন
নীরব থাকলো উত্তর দিলো না।

ঘাস গাছ অরণ্য পাখি
মানুষ মৃগ ঝর্ণা নদী পাহাড় সমুদ্রকে কেউ
জন্মদিনে নিশ্চয় বলে দিয়েছে
কে তুমি জিগ্যেস করলে চুপ থাকবে
কেন এলে প্রশ্ন করলে চুপ থাকবে
আকাশ বাতাস পৃথিবী
সূর্য তারা গ্রহ চাঁদ ছায়াপথকে
কে এক-ই নির্দেশ দিয়েছে।

৯. ১৯৮০

তুমি গাছ

তুমি গাছ
বসন্ত এলে রূপের ঝলকানিতে জ্বলে ওঠো
ধাঁধিয়ে দাও পৃথিবীর চোখ
শরৎ এলে সুন্দরে ভরে ওঠো
পৃথিবী চেয়ে থাকে তোমার দিকে

তুমি গাছ
গ্রীষ্ম এলে রোগা হয়ে যাও
পৃথিবী ভুলে যায় তোমার অস্তিত্ব
শীত এলে তুমি সরে যাও
পৃথিবীর মনে-ই থাকে না তুমি যে ছিলে

৮. ১০. ১৯৮০

আমি এখন এক দ্বীপ

দীর্ঘদিন মাকে প্রণাম দিইনি
দাদার স্নেহছায়ায় দাঁড়াইনি অনেকদিন
বৌদির হাতে খাইনি—কণ্ঠস্বর শুনিনি ছ'বছর
ভায়ের ফুল মুখ দেখিনি বেশ ক' বছর
বন্ধুর সাথে গল্প করে রাত কাৎ করিনি অনেকদিন
দিদিকে দেখেছিলাম ছোটো কাকার বিয়ের সময়
বাবা জেঠামোশাই তো ওপারেই গেছেন

মা থাকেন চিত্তরঞ্জন, দিদি ঢাকায়
দাদা বেনারস থাকে, বৌদি কটকে
ভাই নিউইয়র্ক থাকে বন্ধু টকিওতে
আমি থাকি বিশাখাপত্তম্
সাত ভুবন দশ সমুদ্র ডিঙিয়ে
এদের দেখে আসি পায়ে অমন জোর নেই আমার
দুঃখে বুকের নদী শুকিয়ে গেল
হাত ভেঙে পড়ে গেল গায় ফোস্কা খাওয়ায় অরুচি
জগৎ মেঘলা লাগে ঘোলা লাগে দিন

আমি এখন এক দ্বীপ
এই দ্বীপে জলযান চড়ে কেউ আসে না
ঢেউ কেবল ঢেউ এসে ভেঙে দিচ্ছে আমার বেলাভূমি
ঢেউয়েরা এগিয়ে এসে গ্রাস করছে আমার ভিতর বাড়ি
এক মুহূর্ত পরেই ডুবে যাবো জলমগ্ন হয়ে যাবো আমি।

২৫. ১০. ১৯৮০

চরাচর আমার ভাই আমার জ্ঞাতি

শিশু নর নারী মৃগ পাখি প্রজাপতি
হাত তুলে ডাক দেয়
বলে এসো ধারে দাঁড়াও
তোমার জন্য আমি শিশু, নর, নারী
তোমার জন্য আমি মৃগ পাখি প্রজাপতি

ঘাস গাছ ফুল সোনা শস্য হাত তুলে ডাক দেয়
বলে এসো ধারে দাঁড়াও
বলে তোমার জন্য আমি ঘাস
তোমার জন্য আমি গাছ ফুল শস্য

ঝর্ণা, নদী সমুদ্র হাত বাড়িয়ে ডাক দেয়
বলে এসো ধারে দাঁড়াও
তোমার জন্য আমি ঝর্ণা নদী
তোমার জন্য আমি সমুদ্র।

রোদ জ্যোৎস্না নক্ষত্র আকাশ হাত তুলে ডাক দেয়
বলে এসো কাছে দাঁড়াও
তোমার জন্য আমি রোদ, জ্যোৎস্না
তোমার জন্য আমি নক্ষত্র আকাশ

শিশু নর নারীর ডাকে মৃগ পাখি প্রজাপতির ডাকে
সাড়া দিই
সাড়া দিই ঘাস গাছ ফুল শস্যদের ডাকে

ঝর্ণা নদী সমুদ্রের ডাকে রোদ জ্যোৎস্না আকাশের ডাকে
সাড়া দিই, বলে উঠি ঃ
শিশু নর নারী আমার ভাই
আমার ভাই ঘাস গাছ শস্য ফুল
মৃগ পাখি প্রজাপতি সমুদ্র ঝর্ণা নদী
আমার ভাই, রোদ জ্যোৎস্না নক্ষত্র আকাশ
চরাচর আমার ভাই আমার জ্ঞাতি।

২৫. ১০. ১৯৮০

জীবন

এর নাম জীবন চারদিকে স্নেহলতা নারী
শিশুফুল, পাখির কাকলি ঘাস গাছের শ্যামল
ঘাই হরিণীর ডাক, পাখা মেলে ফুলের বাহার ধানের সোনালি
বাতাবী লেবুর গন্ধে সন্ধ্যা আসে, হাওয়ার দুদোল নাচে ঘুম আসে
বৃষ্টি নামে জ্যোৎস্নার শীতল ছড়িয়ে
অরণ্য পাহাড় নদী জলাশয় শরীর বিছিয়ে
সমুদ্রের নীল, নীল হয়ে আশমান ফুটে
তার গায় সূর্য ওঠে সূর্য নামে
চাঁদ ফুটে চাঁদ নামে তারা ওঠে তারা নামে
তার গায় ছায়াপথ জ্বলে নেভে।

এর নাম জীবন চারদিকে কামকাজের আওয়াজ
ট্রাম বাস ট্রেনের ঘর্ঘর, রিকশো আর টেম্পোর চীৎকার
রোদ্দুর মাথায় দিয়ে কিষাণের হাল বাওয়া
প্রেতের চেহারা নিয়ে অনাথের পথ পরিক্রমা
ফুটপাতে ভিখিরীর রাত্রিবাস, প্লাটফর্মে কুলির শয়ন
চারিদিকে অসুখের হাট মেঘের আকাশ
ঝড় বন্যা উত্তাল সাগর
অন্ধকার রাত নামে অমাবশ্যা নামে
কাল রজনীর পক্ষবিধুনন
এর নাম জীবন—এর-ই নাম জীবন।

১৯. ১১. ১৯৮০

ভাল্-লাগে না একদম ভাল্-লাগে না

ভাল-লাগে না একদম ভাল-লাগে না
হাত গুটিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়
পা গুটিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়
এক জায়গায় অবিরাম বসে থাকতে ইচ্ছে হয়
পাথর হতে ইচ্ছে হয় কাঠ হতে ইচ্ছে হয়
মাটি শুকনো ঘাস গাছ খড় কয়লা হতে ইচ্ছে হয়
ভাল-লাগে না একদম ভাল্-লাগে না

ভাল-লাগে না ছুটন্ত স্ট্রীট জনারণ্য হাট
বেচাকেনা গৃহস্থালি ট্রেন দিয়ে পাড়ি দেয়া
জংশনে লোক দেখা, সারি সারি গ্রাম দেখা
রূপসীর হাসি কিশোরীর মুখ
ভাজা মাছ লেংড়া আম ছানার সন্দেশ
ভাল-লাগে না জীবনযাপন।
ছুটন্ত মৃগ উড়ন্ত পাখি ঝর্ণার গান প্রস্ফুট ফুল
ধানের শিষ ঘাসের শ্যাম জ্যোৎস্নার রূপ
বেলাভূমে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের প্রবাহ
ভাল-লাগে না ভেজাবন রোদমাখা মাঠ
বর্ষার দিন বসন্ত মাস আশমান তারাঘেরা রাত

ভাল-লাগে না একদম ভাল-লাগে না
কী এক অসুখ—দুঃস্বপ্ন বুকে জুড়ে
দুঃস্বপ্নের চাপে ভেঙে যাচ্ছে অস্থি, সমস্ত জীবন
নাভি থেকে শ্বাস উঠছে শেষ শ্বাস বেরিয়ে আসছে
এক মুহূর্ত পর জমে যাবো দুঃখের ভেতর
ভাল-লাগে না—একদম ভাল-লাগে না…

৫. ১২. ১৯৮০

বড় অবেলা

এখন এলে কি দেবো তোমায় বড় অবেলা
ভালোবাসা আমার জলে পড়ে গেছে
জলের অতলে হাত থেকে পড়া মুদ্রা এখন
হৃদয় আমার ঝরে গেছে পথে
খুঁজেও পাইনা কোনখানে আছে

এখন এলে কি দেবো তোমায়
শিশির নদী হাতে নেই আর
ফুলের বাগানে ফুল নেই আর
বনে পাখি নেই নীলাকাশ নেই
প্রান্তরে নেই সবুজ হাওয়া

১. ১২. ৮০

শব্দ

শব্দ বড় মহিমময়
লৌকিক তবুও অলৌকিক ঈশ্বর প্রতিম
অপার্থিব পরম স্বর্গীয়
শব্দের ভিতর দিয়ে আমরা ঢুকি বস্তুর জগতে
ঢুকি তার অন্তরে বাহিরে
পৃথিবীর লক্ষ কোটি বস্তু স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে ওঠে

আমাদের ইতিহাস শব্দের অরণ্য এক
বর্তমান বিশাল প্রান্তর ভবিষ্যৎ শব্দের ভুবন
অরণ্যে প্রান্তরে ভবিষ্যভুবনে শব্দ ফুটে
শব্দের উজ্জ্বল দিয়ে আমরা হাঁটি পথ
গড়ে ওঠে সভ্যতার বিশাল মন্দির
শব্দের নির্মিত শিল্প।

শব্দ আমাদের মুক্তি দিল
মুক্তি দিল সীমা থেকে অন্ধকার গুহা থেকে
অফুরান গতি দিল পাখির মতো দিলো পাখা
মাটিতে চরণ রেখে ছুটলাম আকাশে
আমাদের মন্দিরের চূড়ো আশমান ফুঁড়ে
উঠলো মহাকাশে।

১৮. ১২. ৮০

দেখুন, স্বপ্নের এই দেশ দেখুন

দেখুন, স্বপ্নের এই দেশ দেখুন
তবে কিছুই নিতে পারবেন না একমুঠো রূপ—
একটি পুষ্পের স্তবক

নারীর গায় ফুটে ওঠা সূর্যমুখী দেখুন
তার গায়ের কটির স্পর্শ নিন
তার শ্বাসে ঘুমিয়ে পড়ুন—বিশ্রাম নিন
শিশুর মুখে এক-টুকরো স্বর্গ দেখুন
পিকাশোর চিত্র দেখুন, সত্যজিৎ রায়ের ছবি
রঁদার ভাস্কর্য দেখুন, রামকিংকরের রবীন্দ্রনাথ
কলকাতা বোম্বে টকিও নিউইয়র্ক ঘুরে-ঘুরে
মানুষ দেখুন, অট্টালিকা দেখুন, দেখুন হাজার স্কাইস্ক্রেপার
তবে কিছুই নিতে পারবেন না এই আদেশ

দেখুন, স্বপ্নের এই দেশ দেখুন
গোলাপের ঘ্রাণে হাসনুহানার গন্ধে মাতোয়ারা হউন
রৌদ্রকুয়াশার খেলার শেষে
আচমকা ভেসে ওঠা পাহাড় নদী মাঠ গ্রাম দেখুন
মাঠের পেট ছুঁয়ে গ্রামের কোন ছুঁয়ে পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে
নদীর কিনারা ধরে প্রলম্বিত কুয়াশা দেখুন
শিশির ভেজা ধানের মাথায় পড়ন্ত রোদ দেখুন
রৌদ্রমেঘের খেলার শেষে ভেসে ওঠা পৃথিবী দেখুন
পাহাড়ের চুড়োয় অপরূপ সূর্যাস্ত দেখুন
সমুদ্রের গায় রাগান্বিত জলের কেশর দেখুন
দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ শিশিরভেজা জ্যোৎস্না দেখুন
রোদের রুপালি বিস্তার তারায় তারায় সাজানো আকাশ দেখুন

দেখুন, স্বপ্নের এই দেশ দেখুন
তবে কিছুই নিতে পারবেন না একমুঠো রূপ—
একটি পুষ্পের স্তবক।

২৬. ১২. ৮০

গৌহাটি ১৯৮০

হে শহর তোমার ফুটপাত ভেঙে ধুলো ওড়ে
রাজপথ ফেটে ধুলো ওড়ে কাদা ওঠে
দালান ধ্বসে গাছ ওঠে
ফুটপাত রাজপথ দেখে
ধ্বসে পড়া দালান দেখে
কেউ কাঁদে না ক্রন্দন করে না
সবাই মিছিল করে
আর রাজা উজির মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখে

হে শহর তোমার বুকে এই যে ধ্বসে পড়া জীবন
ভাঙা বাস সাবেক কালের ট্রেন
জরাজীর্ণ রিকসার দৌড়
এই যে ভেঙে পড়া লক্ষ লক্ষ ঘর
কত অর্ধভুক অনাহারী লোক
এ সবের জন্য কেউ কাঁদে না ক্রন্দন করে না
সবাই মিছিল করে
আর স্বপ্ন দেখে সুন্দর শহর

হে শহর তোমার বুকে ধীরে পায়চারি করেন ফিয়েটে চলেন
কত কালো সাহেব কত হঠাৎবাবু কত ব্যবসাদার
তারা তোমার জন্য কাঁদেন তোমার দুঃখে বক্তৃতা করেন
বলেন সোনা করে দেবেন তোমার পথ
তোমাকে বানিয়ে দেবেন নিউইয়র্ক।

৩০. ১২. ৮০